# 60180 - ‘সালাতুর রাগায়বে’-এর বদিাত

প্রশ্ন

‘সালাতুর রাগায়বে’ (রাগায়বে নামায) কি কোনে সুন্নত; যা আদায় করা মুস্তাহাব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

আলহামদুলিল্লাহ।

সালাতুর রাগায়বে বা রাগায়বে নামায রজব মাসে সংঘটতি বদিাতগুলোর একটি। এ বদিাতটি রিজব মাসরে প্রথম জুমাবার রাত্রে মাগরবি ও এশার নামাযরে মাঝে সম্পাদতি হয়। এর আগে রজব মাসরে প্রথম বৃহস্পতবিারে রোযা রাখা হয়।

হজিরি ৪৮০ সালরে পরে বায়তুল মুকাদ্দাসে সর্বপ্রথম এ বদিাত চালু হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে করোম, উত্তম তনিপ্রজন্ম কংিবা ইমামগণ এটি করছেনে মর্মে কোন বর্ণনা নইে। এ আমলটি নিন্দিনীয় বদিাত; প্রশংসতি সুন্নত নয় এটা প্রমাণতি হওয়ার জন্য এ দললিটিই যথষ্টে।

আলমেগণ আমল থকেে সাবধান করছেনে এবং উল্লখে করছেনে য,ে এটি ভ্রষ্ট বদিাত।

ইমাম নববী আল-মাজমু গ্রন্থে (৩/৫৪৮) বলনে:

“সালাতুর রাগায়বে নামে পরচিতি রজব মাসরে প্রথম জুমার রাতে মাগরবি ও এশার মাঝে আদায়কৃত ১২ রাকাত এবং অর্ধ শাবানে আদায়কৃত ১০০ রাকাত নামাযদ্বয় গর্হতি দুটি বদিাত। ‘কুতুল কুলুব’ কতিাবে কংিবা ‘ইহইয়াউ উলুমদ্দিীন’ কতিাব-এ নামাযদ্বয়রে উল্লখে থাকা দ্বারা কংিবা কতিাবদ্বয়ে উল্লখেতি হাদসি দ্বারা কউে যনে বভ্রিান্ত না হয়। কারণ এ সংক্রান্ত সবকছিু বাতলি। অনুরূপভাবে কোনে কোনে আলমেরে কাছে এ নামাযরে বধিান অস্পষ্ট থাকার কারণে এ নামায মুস্তাহাব মর্মে কয়কেপাতার যে কতিাব লখিছেনে সটো দ্বারাও কউে যনে বভ্রিান্ত না হন। কারণ তনিি তাতে ভুল করছেনে। ইমাম আবু মুহাম্মদ আব্দুর রহমান বনি ইসমাইল আল-মাকদসিি এ নামাযকে বাতলি সাব্যস্ত করে একটি মূল্যবান কতিাব লখিছেনে এবং তাতে তনিি খুব সুন্দর ও বস্তিারতি লখিছেনে।”[সমাপ্ত]

ইমাম নববী সহহি মুসলমিরে ব্যাখ্যায় লখিছেনে:

“এই বদিাত প্রচলনকারীর উপর আল্লাহ্‌র লানত হাকে। বদিাত হচ্ছ-ে অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতা। এ আমলটওি সে রকম বদিাতসমূহরে মধ্য থকেে একটি। একদল আলমে এ বদিাতটরি নন্দিা কর,ে এ নামায আদায়কারীর ভ্রষ্টতা তুল ধর,ে তাক বদিাতী সাব্যস্ত কর,ে এ আমলটি মন্দ ও বাতলি হওয়ার প্রমাণাদি উল্লখে কর অগণতি বই রচনা করছেনে।[সমাপ্ত]

ইবনে আবদেীন তার রচতি ‘হাশয়িা’ তে (২/২৬) বলনে: “ ‘আল-বাহর’ গ্রন্থে বলছেনে: এ আলোচেনার ভত্তিতিে জানা যায় য,ে রজব মাসরে প্রথম জুমাবার পালনকৃত ‘সালাতুর রাগায়বে’ আদায় করার একত্ৰতি হওয়া গর্হতি ও বদিাত...।

আল্লামা নুর উদ্দীন আল-মাকদসি এ বষিয়ে সুন্দর একটি কতিাব লখিছেনে। সটেরি নাম দয়িছেনে: ‘রাদউর রাগবি আন সালাতরি রাগায়বে’। সে কতিাবে তনিি চার মাযহাবরে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল আলমেদরে বক্তব্য সংকলন করছেনে।”[সংক্ষপেতি ও সমাপ্ত]

ইবনে হাজার হাইতামি (রহঃ) ক জজ্ঞিসে করা হয় য,ে সালাতুর রাগায়বে কি জামাতরে সাথে আদায় করা জায়যে হব;ে নাকি নয়?

জবাবে তনিি বলনে: “ ‘সালাতুর রাগায়বে’ অর্ধ শাবানরে রাতে আদায়কৃত নামাযরে ন্যায় নন্দিতি দুটি বদিাত। এ সংক্রান্ত হাদসি মাওযু (বানোয়াট)। এ দুটি আমল একাকী বা জামাতরে সাথে পালন করা গর্হতি।”[সমাপ্ত]

[আল-ফাতাওয়া আল-ফকিহয়িয়া (১/২১৬)]

ইবনুল হাজ্জ আল-মালকেি ‘আল-মাদখাল’ নামক কতিাবে (১/২৯৪) বলনে: এই মহান মাসে (বুঝাতে চাচ্ছনে রজব মাস) লাকেরো যে বদিাতগুলো চালু করছে:ে এ মাসরে প্রথম জুমার রাতে পাঞ্জগোনা মসজদি ও জামে মসজদিগুলাতেে ‘সালাতুর রাগায়বে’ আদায় করা। লাকেরো বভিন্নি শহররে জামে মসজদি ও পাঞ্জগোনা মসজদি একত্ৰতি হয় এবং এ বদিাত পালন কর।ে জামাতে নামায আদায় করা হয় এমন মসজদিগুলাতেে তারা ইমামরে নতেৃত্বে জামাতরে সাথে এ নামায আদায় করে যনে এটি শরয়িত স্বীকৃত কোনে নামায...। ইমাম মালকে (রহঃ) এর মাযহাব হচ্ছ-ে সালাতুর রাগায়বে আদায় করা গর্হতি। কনেনা পূর্ববর্তীরা এ নামায আদায় করনে।ি সকল কল্যাণ হচ্ছে তাঁদরে অনুসরণ।ে”[সংক্ষপেতি ও সমাপ্ত]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা (রহঃ) বলনে: পক্ষান্তর,ে জজ্ঞিাস্য নামাযরে মত নর্দিষ্টি সময়,ে নর্দিষ্টি সংখ্যায়, নর্দিষ্টি ক্বরিাতে জামাতরে সাথে নামায সৃষ্টি করা: যমেন- রজব মাসরে প্রথম জুমাবারে সালাতুর রাগায়ব,ে রজব মাসরে

প্রথম দিন এক হাজার রাকাত নামায, অর্ধ শাবানে নামায, রজব মাসের সাতাশ তারিখের নামায ইত্যাদি ইসলামের ইমামগণের সর্বসম্মতক্রমে শরিয়ত স্বীকৃত নয়। যেমনটি নির্ভরযোগ্য আলেমগণ দ্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছেন। এ ধরণের আমল কোন মূর্খ বিদাতী ছাড়া অন্য কেউ চালু করতে পারে না। এ ফটক উন্মুক্ত করা ইসলামী শরিয়তকে বিকৃত করা অবধারিত করবে এবং আল্লাহ্‌র অনুমোদন ছাড়া যারা ধর্মকে পরিবর্তন করেছে তাদের কর্মে অংশীদারিত্ব গ্রহণ করা হবে।

[আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা (২/২৩৯)]

শাইখুল ইসলামকে এ নামায সম্পর্কে আরও জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন:

এ নামায রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়েননি, সাহাবায়ে কেরাম পড়েননি, তাবেয়ীগণ পড়েননি, মুসলিম উম্মাহর ইমামগণ পড়েননি; এ নামাযের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্বুদ্ধ করেননি, সলফে সালেহীনদের কেউ উদ্বুদ্ধ করেননি, কোন ইমাম উদ্বুদ্ধ করেননি এবং তারা এ রাত্রির বিশেষ কোন ফযিলতও উল্লেখ করেননি। এ বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিস সংশ্লিষ্ট জ্ঞানে পারদর্শীদের সর্বসম্মতক্রমে মিথ্যা ও বানোয়াট। এ কারণে মুহাক্কিক আলেমগণ বলেছেন: এ নামায মাকরুহ; মুস্তাহাব নয়।[সমাপ্ত]

[আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা (২/২৬২)]

আল-মাওসুআ আল-ফিকহিয়্যা (২২/২৬২) গ্রন্থে এসেছে:

“হানাফি ও শাফেয়ি মাযহাবের আলেমগণ দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করেছেন যে, রজব মাসের প্রথম জুমাবার সালাতুর রাগায়েব পড়া ও অর্ধ শাবানের রাতে বিশেষ পদ্ধতিতে ও বিশেষ সংখ্যক রাকাতে নামায আদায় করা গর্হিত বিদাত...।

আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযি বলেন: সালাতুর রাগায়েব রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে বানোয়াট ও মিথ্যা। তিনি বলেন: আলেমগণ এ দুটি আমল বিদাত হওয়া ও মাকরুহ হওয়ার ব্যাপারে একাধিক দলিল উল্লেখ করেছেন; তার মধ্যে রয়েছে: সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন এবং তাদের পরবর্তীতে মুজতাহিদ ইমামগণের কারো কাছ থেকে এ নামাযদ্বয়ের ব্যাপারে কোন বর্ণনা আসেনি। যদি এ নামাযদ্বয় শরিয়ত অনুমোদিত হত তাহলে সালাফদের এ নামাযদ্বয় ছুটে যেত না। বরং এ নামাযদ্বয় ৪০০ হিজরির পরে উদ্ভাবিত হয়েছে।[সমাপ্ত]